(1)

SUBJECT: PHILOSOPHY

Semester: 2nd (CBCS)

Paper: C-PHI-204

Name: Philosophical Issues

(Philosophy of Peace
3. Buddha)

Topic of Lecture:

বৌদ্ধদর্শনে অহিংসাতত্ত্ব
(Bauddhadarshane
Ahimsā tattva)

Lecture (uploaded) No. VI

Date: 06. 04. 2020

BY

Prof. Bhupendra Chandra Das
Department of Philosophy
Vidyasagar University
Midnapore-721102

Scanned by CamScanner

(2)

বৌদ্ধদর্শনে অহিংসা তত্ত্ব

বুদ্ধদেব মানবতার জন্য প্রয়োজনীয় সত্য আবিষ্কার করেছিলেন।
দেব আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব দয়া, নিঃস্বার্থ প্রেম, ক্ষমা, সত্য ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি সত্যকে জানার জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন। কঠোর তপস্যার ও দুঃখভোগের পর তিনি দুঃখ ও দুঃখভোগের কারণ এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় উদ্ঘাটন ও উপলব্ধি করেছিলেন, যা মানুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ও তাকে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত করে। মানবজাতির জন্য ভগবান বুদ্ধ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন এবং মানুষকে আলোকিত করেছিলেন এই বলে যে সংসারাসক্তি বা বিষয়াসক্তি হল ক্ষণস্থায়ী এবং তাই যন্ত্রণাদায়ক। এই দুই প্রলোভনগুলিকে (প্রবৃত্তি গুলো) ঘৃণা করতে হবে- উক্ত আসক্তিগুলির প্রতি দাসত্ব থেকে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

অহিংসা হল প্রথম নির্দেশক নীতি। বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় জীবনের এটি নির্দেশক সর্বপ্রকার নীতিগুলির মধ্যে অহিংসা হল সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, অন্য গুণগুলি (virtues) হল এর উপাদানসমূহ যারা এটিকে সরল করে এবং এটিকে পরিপূর্ণ করে, পবিত্র করে, মহান করে,

Ennoble - মহান করা; asunder - খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন হয়ে; Offshoot - উপজাত
Allure - মুগ্ধ করা, প্রলুব্ধ করা, কোনো কিছুর দিকে টেনে আনা; Abhor - feel hatred & disgust for

Scanned by CamScanner

এই বিশ্ব হল মনের প্রতিফলন

এই জগতে দৃষ্ট বিভিন্ন রূপ বা আকারের জন্য মনই দায়ী (ধম্মপদ, প্রথম গাথা)। প্রত্যেকে যে পদার্থ বা বস্তুগুলি আমরা জানি, এবং তাদের যে গুণগুলি আমরা গ্রহণ করি সেগুলির বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। অভিজ্ঞতা অর্জনে ও হিংসা বা অহিংসা মূলক কর্ম যাদের সংস্পর্শে আমরা যা আমাদের ইন্দ্রিয়* আসে সেক্ষেত্রে আমাদের মন ও এর প্রতিফলনের ভূমিকা আছে। অতএব, পারিপার্শ্বিক সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝে মানুষকে শান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বাঙ্গ দেখা প্রয়োজন বাহ্যিক পরিস্থিতিগুলি কতটা দায়ী বর্তমান অবস্থাকে হিংসাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে এবং তার নিজের মন কতটা বিদ্বেষপূর্ণ যা বর্তমান পরিস্থিতি বা অবস্থাকে আরো বিষাক্ত করে তুলছে তাও দেখা প্রয়োজন। (ধম্মপদ প্রথম গাথা - বস্তুসমূহের পূর্বগামী মনেই, মনই তাদের অগ্রগামী, মন দিয়েই তারা নির্মিত। আমরা যেমন ভাবি, সেরকম হই। তাই দূষিত মনে কেউ কিছু বললে বা* বা কাজ করে দুঃখ তার অনুসরণ করে, যেমন গাড়ির চাকা বলদের পায়ের অনুসরণ করে।)

* [illegible]

এইভাবে প্রত্যেক মানুষ যে যেমন দৃষ্টি জগতকে যেভাবে দেখে সেটা হল এই যে এই জগৎ হল তার ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিফলন। জগৎকে যথার্থ বা আদর্শ

করার জন্য নিজেকে সংযত বা আদর্শ হতে হবে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রকরণের মাধ্যমে। অতএব কোন ব্যক্তির হিংসা-বিদ্বেষমূলক চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়, বরং এই হিংসা-বিদ্বেষের আশ্রয় হল সেই সব ব্যক্তির মধ্যে এই ব্যক্তি মনে করে অমুক কি তার হিংসা-বিদ্বেষকারী (haters) যদিও কোন ব্যক্তি অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হন বা তিনি হিংসার বলী হন অথবা হিংসা বৃদ্ধি পায় যদি হিংসার দ্বারা হিংসাকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়, এবং হিংসার নিবৃত্তি হয় অসমাপ্ত ঘটনা প্রেমের দ্বারা ~~[illegible]~~ তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়। ধম্মপদের পঞ্চম গাথায় বলা হয়েছে — শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা ও শত্রুতার শান্তি হয় না। শত্রুতাহীনতার দ্বারাই শত্রুতা প্রশমিত হয় — এটাই হল সনাতন ধর্ম।

আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি হল হিংসার মূল

আকাঙ্ক্ষা হল হিংসার মূল কারণ। মানুষ হল অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার ~~মূল~~ দাস। তাঁর ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক তাকে প্রলোভনে লিপ্ত করায় এইভাবে যে তার মনে হয় বাহ্যিক জগৎ বা সব সম্পত্তি হল স্থায়ী (permanent) এবং তার উদ্ভব ক্রমাগতে লাভ করে অপরিহার্য আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রসর হয়। তার চক্ষু তাকে রূপ আকারের দাস, নাসিকা গন্ধের দাস, কর্ণ শব্দের দাস, জিহ্বা রসনার দাস, ত্বক স্পর্শের দাসে পরিণত করে। অথচ বা ইন্দ্রিয়কে ~~তারা~~ মানুষ সত্য বা চিরস্থায়ী মনে করে এবং সে ভুলে যায় যে সে অনবরত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বল্পজীবী আকাঙ্ক্ষা হল শূন্য আকাঙ্ক্ষা যাতে কোন সত্যতা ও যথার্থতা নেই। ধম্মপদে ১১শ (একাদশ) গাথাতে বলা হয়েছে—

যা অসার বা অসত্য তাকে যারা সার বা সত্য মনে করে, আর সারকে অসার মনে করে, মিথ্যা সংকল্পের সেই আশ্রয়দাতারা কখনও সারবস্তু পায় না। (ধম্মপদ, ১১) কিন্তু সারকে যারা সার বলেই জানেন আর অসারকে জানেন অসার বলে, সত্যসংকল্প সেই ব্যক্তিরা সারবস্তুকেই পেয়ে থাকেন। (ধম্মপদ, গাথা-১২)।

Scanned by CamScanner

ক্রোধ হিংসার কারণ:

ক্রোধ হল হিংসার প্রধান কারণ। চিত্তে যখন ক্রোধ, বাক্যে যা কখনো প্রকাশ পায় তখন এই আঘাতগুলো চিত্তে ~~উদয়~~ ভেসে আসে। সেই আঘাতগুলি জীবনহানির কারণও হতে পারে। তাই একজন প্রাণী হত্যাকারী তার নিজের ধ্বংসের কারণ হয় (নিজের আত্মার ধ্বংস এমন হয়েছে করে)। ধম্মপদের ২৪৬-২৪৮ নং গাথায় বলা হয়েছে – যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যাকথা বলে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে, পরদার গমন করে, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহজীবনেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং হে মানুষ, এরূপ ব্যক্তি অসংযত ও পাপাচারী এটা জেনে রেখো। লোভ ও অধর্ম যেন তোমাকে দীর্ঘকাল দুঃখে আবদ্ধ না করে। ঠিক একইভাবে Prophet Mahammad বলেন, He is not Mumin (a believer) who committeth adultery, or who stealeth, or who drinketh liquor, or who plundereth, or who ~~else~~ embezzleth – beware, beware.

For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet. (Bible. Rom. 13.9).

ক্রোধ বিদ্বেষাসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎপন্ন হয়।

Continued to 7th Lecture